তব দয়া

—অনিন্দিতা গুপ্ত

সকালবেলা দূরভাষে বেশ কিছুক্ষণ কথা হল আমার জামশেদপুরের দিদির সাথে – শ্রীশ্রী মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীজী দীক্ষিত কৃপাধন্যা এই দিদি তার সকল কর্মে ঠাকুরের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। তাই সকালবেলার কথোপকথনে জানলাম দিদি, জামাইবাবু আর ওদের মেয়ে মেঘালী জগন্নাথ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়েছিল— সময় কম যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল চিন্তার বিষয়। যাওয়ার সময় জামসেদপুর থেকে ভুবনেশ্বর একটা নয় জনের আসন সম্বলিত ফ্লাইটে জায়গা লাভ, দর্শন শেষে ফেরার সময় কলিঙ্গ উৎকল এক্সপ্রেস না ছাড়ার সম্ভাবনায় দিশেহারা হতে গিয়েও পুরুষোত্তম এক্সপ্রেসে টিকিট পেয়ে নির্বিঘ্নে পৌঁছে যাওয়া দিদিকে আর্দ্র করেছে। ঠাকুরের দয়া ওর মনকে ঠাকুরের চরণে আরও নত করেছে। কদিন আগে এই দিদি বলেছিলেন—ওকে প্রেমাংশু মহারাজজী বলেছিলেন রাম কা মর্জিকে বিনা, রাম কা নাম ভি না লে পাও। অর্থাৎ তাঁর শক্তিতেই আমাদের চলা।

মায়ের পূজা। কি খারাপ জবা ফুলগুলো! কি বিচ্ছিরি, শুকনো রোগা ছোট, একটা ভালো ফুলও মাকে দিতে পারলাম না। তাই আর কি, করি? পূজো চলছে, এমন সময় দূর-দেরাজ থেকে যেমন অনেক লোক আসে ওদের কালীপূজোয়, এখানে তেমনই এক ভক্ত এসেছে বাজারের থলি হাতে করে, এবং সেই থলিতে এক ব্যাগ জবা ফুল এনেছে। জবা ফুলগুলি এতই সুন্দর, বিভিন্ন রং-এর, এত বড়-বড়, যে দেখে দিদি মুগ্ধ। দিদি আমায় বলছে, ''তুই বল, আমি যে জবা পাইনি, এই লোকটাকে কে বলে দিল? ওর মনের ভিতর গিয়ে কে আমাদের পূজোর জবা এনে দিতে বলল?

তাই দিদি বলছে; গুরুর কৃপা এমন ভাবেই হয়। আর ওনার কৃপা হলে এই ধরনের আশীর্বাদ বর্ষণ হয়।

গুরু কৃপাহি কেবলম্।

অনুলিখন ঃ পূবালিকা ভট্টাচার্য মৈত্র